চুয়াডাঙ্গায় করোনা ইউনিটে বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি প্রদান

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার এই শ্লোগানকে একের পর এক বাস্তবে রুপান্তর করে চলেছেন পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা। বৈশ্বিক মহামারীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়লে করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কঠোর লকডাউন কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা প্রার্দূভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য মৎস বাজার সমিতি, উদ্যোগে দুই হাজার ষোল লিটার বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি প্রদান করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা মোঃ জাহিদুল ইসলামের উপস্থিতিতে বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা ইউনিটে প্রদান করেন ।

পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার নিকট থেকে সিভিল সার্জন চুয়াডাঙ্গা এর প্রতিনিধী ডাক্তার আওলিয়ার রহমান বিশুদ্ধ বোতলজাত পানি গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ বোতল জাত পানি প্রদানকালে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস ও অফিসার ইনচার্জ চুয়াডাঙ্গা সদর থানা আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানসহ জেলা পুলিশের অনান্য অফিসার ফোর্স।

কুষ্টিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় করোনা- উপসর্গে ১৭ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এবং নতুন করে ২৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে তাদের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১০ জন ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জন মারা গেছেন।

বুধবার সকাল ১০ টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২৫০ বেডের করোনা ডেডিকেটেড এই হাসপাতালটিতে এখন শয্যার চেয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি। করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ২৭৭ রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই ১৮৭ জন। উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন আরও ৯০ জন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, শয্যা না থাকায় এখন রোগীদের মেঝেতে ও করিডোরে রাখতে হচ্ছে। প্রতিদিনই হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। রোগীর চাপ যেভাবে বাড়ছে তাতে সেবা দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে। এদিকে, কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৮০১টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে নতুন করে ২৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ২৯ দশমিক ২১ ভাগ।

এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৯ হাজার ৪৩২ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৩০ জন। মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৫ জনে। নতুন করে শনাক্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৯৬ জন, দৌলতপুরের ৪৭ জন, কুমারখালীর ৩৯ জন, ভেড়ামারার ১৭ জন, মিরপুরের ১৬ জন ও খোকসার ১৯ জন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যূ

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যূ হয়েছে। বুধবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত চার ঘন্টার ব্যবধানে তাদের এ মর্মান্তিক মৃত্য হয়। কুষ্টিয়া বড় বাজারের ব্যবসায়ী ও শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা হাজী আব্দুল আজিজ (৮৫) ও তার ছেলে

মতিয়ার রহমান (৫২)।

জানা যায়, কুষ্টিয়া বড় বাজারের ব্যবসায়ী হাজী আব্দুল আজিজ কয়েকদিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার দুপুর সোয়া ১ টার দিকে মারা যান। এদিকে শহরের বেসরকারী ক্লিনিক তোফাজ্জুল হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন ওই ব্যবসায়ীর মেজো ছেলে করোনা আক্রান্ত মতিয়ার রহমান একই দিন বিকাল ৫ টার দিকে মারা যান। ক্লিনিকে চিকিৎসার এক পর্যায়ে মতিয়ার রহমান করোনা নেগেটিভ হলেও হঠাৎ শারিরিক অবনতিতে তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে কুষ্টিয়াতে করোনায় মারা গেছে ৮৮ জন। এছাড়া জেলায় এ পর্যন্ত মারা গেছে ২৯২ জন। করোনার ভয়াল তান্ডবে কুষ্টিয়ায় জেলায় যেন থামছে না মৃত্যূ মিছিল।

ময়মনসিংহের ত্রিশালে লকডাউন সফল করতে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। জনস্বার্থে সরকার ঘোষিত লকডাউন কার্যকরে ময়মনসিংহের ত্রিশালে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন। বুধবারে জনসচেতনতায় প্রশাসনের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। লকডাউন শতভাগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও উপজেলা প্রশাসন।

যানবাহন ও সাধারণ মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সড়কে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকেও টহল দিতে দেখা গেছে। এসময় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ও সরকারি আদেশ অমান্য করার অপরাধে অনেককেই সতর্ক করেছে প্রশাসন। সেইসাথে লকডাউনে ঘর থেকে বের না হওয়াসহ সরকারি নির্দেশনা হ্যান্ড মাইকে প্রচার করা হয়েছে। কঠোর লকডাউনের

বুধবার সরকার নির্ধারিত লকডাউন মানাতে এসব কাজ করেন প্রশাসন।

ত্রিশালে বুধবার লকডাউন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মোস্তাফিজুর রহমান ত্রিশাল থানার পুলিশের নেতৃত্বে প্রশাসন মাঠে নামে। সকাল থেকে তারা ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড, থানা রোড, ও গরুহাটা মোড় এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে খোলা দোকান বন্ধ করে দেন এবং স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে বেচা কেনার জন্য বিভিন্ন ঔষধের ও নিত্যপ্রয়োজনিয় পণ্যের ব্যবসায়ীদের বলেন। এসময় তারা লকডাউন নিশ্চিতে সরকারী আদেশ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালান। সেই সাথে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারী আদেশ মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য কয়েকজনকে সর্তক করা হয়। এসময় সহযোগিতা করেন থানা পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ।

ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতার কোন বিকল্প নেই। তবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউনে মানুষ সরকারী আদেশ ও স্বাস্থ্যবিধি না মানলে এবং মাস্ক না পড়লে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা বাড়ানোসহ আরও কঠোর ব্যাবস্থা নেয়া হবে।লকডাউন বাস্তবায়নে কোন ছাড় দেওয়া হবে না।

আলমডাঙ্গার নবাগত ইউএনওর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দের

নবাগত উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ। বুধবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে নির্বাহি কর্মকর্তার অফিসে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন।

সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীক সমিতির নেতৃবৃন্দকে বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনা সংক্রমণ সারাদেশের ন্যায় আলমডাঙ্গায় ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে সকলকে সচেতন হতে হবে। ব্যবসায়ীরা চলমান লকডাউনের পরে সামাজিক দুরত্ব রেখে ব্যবসা পরিচালনার আহবান জানান।

কালীগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান নিলেন কোটিপতি ২ ব্যবসায়ী!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কোটিপতি দুই ব্যবসায়ী নিয়েছেন করোনাকালীন সরকারি প্রণোদনার ৫০০ টাকা ও ১০ কেজি করে চাল। গত ৪ জুলাই কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নবনির্মিত অডিটোরিয়ামে তারা এ অনুদান গ্রহণ করেন। সরকারি অনুদান নেওয়া দুই ব্যবসায়ী হলেন- শহরের কাঁচামাল হাট এলাকার রাজ এন্টারপ্রাইজের মালিক রাজু দাস ও থানাপাড়া পূজামণ্ডপ এলাকার নিলয় জুয়েলার্সের মালিক খোকন সরকার।

জানা গেছে, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্যদের সরকারি প্রণোদনা প্রদানের জন্য তালিকা চাওয়া হয়। যাত্রাশিল্পীদের এ নাম প্রদান করেন সংগঠনের সভাপতি এসএম আসাদুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক খোকন সরকার।

এরপর গত ৪ জুলাই কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে নগদ ৫০০ টাকা ও ১০ কেজি চাল প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, ইউএনও সুবর্ণা রাণী সাহা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হেল আল মাসুমসহ অন্যরা।

এ সময় ব্যবসায়ী রাজু দাস ও যাত্রাশিল্প পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খোকন সরকার এই প্রণোদনার টাকা ও চাল সংগ্রহ করেছেন। এদিকে কোটিপতি দুই ব্যবসায়ী সরকারি প্রণোদনার টাকা নেওয়ায় শহরজুড়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রণোদনা পাওয়া রাজু দাসের রাজ

এন্টারপ্রাইজ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি জি গ্যাস কোম্পানির ডিলার, ভিশন গ্যাস চুলার ডিলার, দুইটি পিকআপ গাড়ি, সরকারি অনুমোদিত সার কীটনাশক বিক্রির ডিলার, মোবাইল বিক্রির ব্যবসা এবং বড় দুইটি গোডাউন রয়েছে। যে গোডাউনে সার্বক্ষণিক ৩ থেকে ৪ হাজার গ্যাস সিলিন্ডার মজুদ থাকে।

অপরজন খোকন সরকার তিনি স্বর্ণ ব্যবসায়ী। তার একটি নিলয় জুয়েলার্স নামে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শহরের থানাপাড়া এলাকায় বসবাস করেন। এছাড়াও তিনি যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। সরকারি

প্রণোদনা পাওয়া ব্যবসায়ী রাজু দাস সরকারি প্রণোদনার টাকা ও চাল পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তার নাম দিয়েছেন। তার যাত্রাশিল্প সমিতির কার্ডও আছে। অডিটোরিয়ামে গিয়ে নগদ ৫০০ টাকা ও ১০ কেজি চাল নিয়েছি। এরপর বাইরে এসে গরিবদের দিয়ে দিয়েছি।

কালীগঞ্জ উপজেলা যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খোকন সরকার করোনার প্রণোদনার টাকা ও চাল নেওয়ার কথা স্বীকার করে জানান, করোনাকালে কোথাও কোনো প্রোগ্রাম হয় না। আমরা এ সময়ে খুব কষ্টে আছি। এজন্য সরকার থেকে দেওয়া প্রণোদনার সহায়তা নিয়ে তিনি অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছেন।

কালীগঞ্জ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি এসএম আসাদুজ্জামানের মোবাইলে কয়েকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

কালীগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হেল-আল-মাসুম জানান, এ প্রণোদনা জিআর থেকে প্রদান করা হয়েছে। ইউএনও সুবর্ণা রাণী সাহা বুধবার চার্জ হস্তান্তর করেছেন। নতুন ইউএনও যোগদান করেছেন। এর বেশি আর কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

কালীগঞ্জের নতুন ইউএনও সাদিয়া জেরিন

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে সাদিয়া জেরিন যোগদান করেছেন। তিনি কুষ্টিয়া ডিসি অফিসের রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিসিএসের ৩৩ তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা।

বুধবার দুপুরে বিদায়ী ইউএনও সুবর্ণা রানী সাহার কাছ থেকে সাদিয়া জেরিন দায়িত্বভার গ্রহন করেছেন। কালীগঞ্জের বিদায়ী ইউএনও সুবর্ণা রাণী সাহা পদায়ন পেয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসাবে রাজবাড়ী জেলায় যোগদান করবেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভূপালী সরকার।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ। আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপ কমিটির তত্ত্বাবধানে এসব উপকরণ প্রদান করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রাশেদুল হাসান শাওনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন, ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান

রানা, আরএমও এমকে রেজা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইপি আই টেকনিশিয়ান আব্দুর রশীদ।
প্রদানকৃত উপকরণের মধ্যে রয়েছে, ফেস মাস্ক, সাবান, টুথপেস্ট, মশার কয়েল ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

শৈলকুপায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে

ঝিনাইদহ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্য, থানা পুলিশ ও আনসার ব্যাটেলিয়নের সদস্যদের সাথে নিয়ে শৈলকুপার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।বুধবার উপজেলার পৌর এলাকার বিভিন্ন দোকান ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। শৈলকুপা উপজেলার জনসাধারন যখন কোনো ভাবেই কঠোর লকডাউন মানছে না। তখন শৈলকুপার বিভিন্ন বাজার কাঁপিয়ে গেলেন এডিসি সেলিম রেজা।
এসময় মোট ১২ টি মামলায় ৭২০০/- টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয় এবং তাৎক্ষণিক ভাবে অর্থ আদায় করা হয়। শৈলকুপা বাজার সহ বিভিন্ন বাজারের ওলি-গলিতে লকডাউন অমান্য করে গোপনে ইলেক্ট্রিক, স্যানেটারী, কাপড় ও জুতার দোকানসহ বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করায় ৪ ব্যক্তিকে ২ ও ৫ দিনের জেল এবং ৮ ব্যক্তিকে ৭ হাজার ২শত টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
জেল প্রদানের খবর ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে সকল অবৈধ দোকান-পাট বন্দ হয়ে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারনের মাঝে। এডিসি সেলিম রেজা জানান , জনস্বার্থে জেলা প্রশাসনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। লকডাউনে জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিধিনিষেধ প্রতিপালন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করণ ও মাস্ক পরিধান, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ দন্ডবিধি ও সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় মোবাইল কোর্ট

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [